

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিয়া সুলতানা

রোলঃ 227020500

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিয়া সুলতানা

রোলঃ 227020500

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ রোজার গুরুত্ব ও ফযিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাকিয়া সুলতানা, আইডিঃ 227020500 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

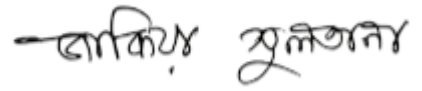
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রোজার গুরুত্ব ও ফযিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জাকিয়া সুলতানা

আইডিঃ 227020500

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
রোজার অর্থ.....	5
রোজা কখন ফরজ হয়.....	7
রোজার উদ্দেশ্য	7
রমজানের সাথে রোজার সম্পর্ক.....	8
রোজার হাকিকত.....	11
রোজার হেকমত.....	12
রোজার গুরুত্ব	14
রোজার ফজিলত	17
নবীজি যেভাবে কাটাতেন	29
রমজানের নবীজির কতিপয় সুন্নাহ	31
অন্যান্য নফল রোজা	34
উপসংহার.....	37

ভূমিকা

রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সাওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সাওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্জান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

রোজার অর্থ

সাওম (الصَّوْم) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহুবচন হলো (الصِّيَام) সাওম।

সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয়।

ফার্সিতে বলা হয় রোজা এবং রোজা পালনকারীকে বলা হয় রোজাদার। এর শাব্দিক অর্থ হল, পানাহার ও নির্জন বাস হতে বিরত থাকা। অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الْإِمْسَاكُ عَنِ الشَّيْءِ وَالْتِمَازُ لَهُ . وَقِيلَ لِلصَّائِمِ صَائِمٌ: لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمُنْكَحِ

“ যে কোন কিছু থেকে বিরত থাকা,সাওম পালনকারীকে “সায়েম” বলা হয় এজন্য যে,সে খাদ্য,পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে।

وَقِيلَ لِلصَّائِمِ: صَائِمٌ, لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْكَلَمِ. وَقِيلَ لِلْفَرْسِ: صَائِمٌ, لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْغَلْفِ مَعَ قِيَامِهِ

“চুপ থাকা ব্যক্তিকে ‘সায়েম’ বলা হয়, কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে এমনই ভাবে যে ঘোড়া খাওয়া থেকে বিরত থেকেছে তাকেও ‘সায়েম’ বলা হয় ।
লাইস রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

الصَّوْمُ: تَرْكُ الْأَكْلِ وَتَرْكُ الْكَلَمِ

“সাওম হল খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা ।কুরআনে এসেছে,

﴿فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقِي عَيْنِي فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنْ أَلْبَشِرٍ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلَ مِنْ أَلْيَوْمِ﴾ [نَسِي ٦٢] [مریم: ٦٢]

“অতঃপর খাও, পান কর্ চোখ জুড়াও।আর যদি কোন লোককে দেখতে পাও তাকে বলে দিও,আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। ‘অতএব আজ আমি কোন মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলবো না’ [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৬]
সুরফয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ هُوَ الصَّبْرُ، يَصْبِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنَّكَاحِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“সাওম অর্থ ধৈর্য।কেননা মানুষ খাদ্য,পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে ধৈর্য ধারণ করে থাকে ।এরপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন,

﴿إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝١﴾ [الزمر: ১]

“কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই” ।
[সূরা যুমার, আয়াত: ১০]

রোজা কখন ফরজ হয়

দ্বিতীয় হিজরী রমজান মাসে রোজা ফরজ হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা, আয়াত
:১৮৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। (সূরা
বাকারা : ১৮৫)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
করেছেন-

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَالَاتِ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا، فَإِنْ غَمَ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ،
وفي رواية : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন
(শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে
তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে। [-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস
: ১০৮০ (১৭-১৮)]

রোজার উদ্দেশ্য

রোজার মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়া।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা
বাকারা, আয়াত : ১৮৩)

এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে করা হয়েছে, রোজা ফরজ করা হয়েছে তাকওয়া অর্জনের
জন্য। রোজা হল মানুষকে তাকওয়াবান হিসেবে গড়ে তোলার ট্রেনিং। মাহে রমাজান
আসেই হৃদয়ের কালিমা ও পঙ্কিলতা দূর করে সাচ্চা তাকওয়াবান মুমিনে পরিনত
করতে।

রমজানের সাথে রোজার সম্পর্ক

মাহে রমযান বছরের বাকি এগার মাস অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ও বরকতপূর্ণ মাস। এ মাসের বিশেষত্ব অনেক।

১. এ মাসেই মানুষ ও জিন জাতির মুক্তির সনদ পুরো কুরআন মাজীদ একত্রে লাওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইযযতে অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সর্বপ্রথম এ মাসেই ওহী অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ الْفُرْقَانِ...

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

২. এ মাসে রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে এসেছে-

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

রমযান মাস শুরু হলেই রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৭৯/২)

৩. অন্য এক হাদীসে এ মাসের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে-

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلِّسَتْ الشَّيَاطِينُ.

যখন রমযান মাসের শুভাগমন হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৭৯/১)

৪. এ মাস জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভের মাস। সুতরাং বেশি বেশি ইবাদত ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মুক্তির পরওয়ানা লাভ করার এটিই সুবর্ণ সুযোগ। হাদীস শরীফে এসেছে-

إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ عَقَّاءَ.

আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (মুসনাদে আহমদ হাদীস ২২২০২)

৫. ব্যবসায়ী মহলের একটি বিশেষ মৌসুম থাকে, যখন তাদের ব্যবসা হয় খুব জমজমাট ও লাভজনক। সে মৌসুমে বছরের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আয় হয়।

আখেরাতের ব্যবসায়ীদের জন্য আখেরাতের সওদা করার উত্তম মৌসুম হল এই রমযান মাস। কেননা এ মাসে প্রতিটি আমলের ছওয়াব অনেক গুণ বেশি লাভ হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

রমযানের ওমরা হজ্জ সমতুল্য। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৯৩৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৯৮৬)

অন্য এক বর্ণনায় (যা সনদের দিক থেকে দুর্বল) এসেছে-

مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصَلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ.

রমযান মাসে যে ব্যক্তি একটি নফল আদায় করল সে যেন অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে এ মাসে একটি ফরয আদায় করল সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। (শুআবুল ইমান, বায়হাকী ৩/৩০৫-৩০৬)

অর্থাৎ এ মাসে নফল আদায় করলে অন্য মাসের ফরযের ন্যায় ছওয়াব হয়। আর এ মাসের এক ফরযে অন্য মাসের ৭০ ফরযের সমান ছওয়াব হয়।

এ তো হল রোযা ছাড়া এ মাসের অন্যান্য আমলের ছওয়াব। আর রোযার ছওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

নিশ্চয় রোযা আমার জন্য, আর এর প্রতিদান স্বয়ং আমিই দিব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১/১৬৫)

রমযান মাস রহমত, বরকত, মাগফিরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের মাস। তাই এ মাস পেয়েও যে ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ মাফ করাতে পারল না তার জন্য স্বয়ং জিবরাঈল আ. বদদুআ করেছেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়েও আমীন বলে সমর্থন জানিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ: آمِينَ، آمِينَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: رَغِمَ أَنْفٌ عَبْدٌ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ. ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفٌ عَبْدٌ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ. ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفٌ امْرِيٍّ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বরে উঠে আমীন, আমীন, আমীন বললেন। তাঁকে বলা হল, হে রাসূল! আপনি তো এরূপ করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমাকে বললেন, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে পেয়েও (তাদের খেদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। তখন আমি বললাম, আমীন। অতপর তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না। আমি বললাম, আমীন। জিবরাঈল আবার বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার নিকট আমার নাম আলোচিত হল অথচ সে আমার উপর দরুদ পড়ল না। আমি বললাম, আমীন। (আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৬৪৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৮)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে রমযানের হক আদায় করার তওফীক দান করুন এবং নবীজীর অভিসম্পাৎ থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

রোজার হাকিকত

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের মধ্যে ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। হাদীস শরীফে এসেছে-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ.

পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত : আল্লাহ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা ও হজ্জ পালন করা। (সহীহ মুসলিম ১/৩২)

সুতরাং রমযানের পূর্ণ মাস রোযা রাখা ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর (রমযানের) রোযা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

শরয়ী ওয়র ছাড়া যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত একটি রোযাও পরিত্যাগ করে সে নিকৃষ্ট পাপী। দ্বীনের মৌলিক ফরয লংঘনকারী এবং ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারীরূপে পরিগণিত হবে। আর এ কারণে সে রোযার যে মঙ্গল ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে কস্মিনকালেও তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। এমনকি এ রোযার কাযা করে নিলেও তা ফিরে পাবে না। হাদীস শরীফে এসেছে-

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَفْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.

যে ব্যক্তি কোনো ওয়র বা অসুস্থতা ব্যতিরেকে রমযানের একটি রোযা পরিত্যাগ করবে সে যদি ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখে তবুও ঐ এক রোযার ক্ষতিপূরণ হবে না। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৭২৩)

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে অনেক সবল-সুঠাম দেহের অধিকারী ব্যক্তিও অকারণে, সামান্য ছুতায় অসুস্থ হওয়ার অমূলক আশংকায় রোযা পরিত্যাগ করে। এতে তারা আখেরাতের কত বড় ক্ষতি নিজের উপর টেনে নিচ্ছে তা একটু ভেবেও দেখে না।

রোযার হেকমত

রোযার হেকমত তথা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি কথা ভালোভাবে জানা থাকা দরকার। তা এই যে, মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তাআলা হলেন মহান স্রষ্টা ও মহা মুনিব আর মানুষ হল তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টি ও দাস। এ সম্পর্কের দাবি হল, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রতিপালক যে কোনো নির্দেশ দিবেন, মানুষ সর্বদা প্রস্তুত থাকবে তা পালনের জন্য। ঐ নির্দেশের হেকমত (তাৎপর্য) তার বুঝে আসুক বা না আসুক। সুতরাং মহান আল্লাহ তাআলা যেসব ইবাদতের নির্দেশ দিবেন, সেগুলোর কোনো কারণ বা তাৎপর্য জানা না থাকলেও তৎক্ষণাৎ নতশিরে তা মেনে নেওয়াই হচ্ছে বান্দার দায়িত্ব। বলাবাহুল্য, শরীয়ত নির্দেশিত কোনো ইবাদতই তাৎপর্যহীন বা যুক্তিবিরোধী নয়। তবে সব কিছুর যুক্তি বা হেকমতই যে বান্দার জানা থাকবে বা বান্দার জ্ঞান-বুদ্ধি তাকে স্পর্শ করতে পারবে এমনটি ভাবা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أُوْنِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا.

তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশসমূহে কত হেকমত, কত কারণ এবং কত উদ্দেশ্যই থাকতে পারে, বান্দার কত কল্যাণই তাতে নিহিত থাকতে পারে। অসীম জ্ঞানের অধিকারী সে সত্তার নির্দেশসমূহ তাৎপর্য সসীম জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কীভাবে বুঝতে পারবে! তবুও ইসলামী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ইবাদতের বিভিন্ন ধরনের হেকমত বর্ণনা করেছেন। রোযার ব্যাপারেও বিভিন্ন হেকমতের কথা তাঁরা বলেছেন। যদিও শরীয়তের নির্দেশ মান্য করা এ সকল হেকমত বুঝে আসার সাথে সম্পর্কিত নয় তবুও কৌতুহল নিবারণের উদ্দেশ্যে নিম্নে রোযার দু-একটি হেকমত সম্পর্কেও আলোকপাত করা হল।

‘আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবে যে ফেরেশতা সুলভ বৈশিষ্ট্য চরিত্র গচ্ছিত রেখেছেন, তার উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন এবং নফস ও প্রবৃত্তির দমন ও নিবৃত্তির অন্যতম মাধ্যম হল রোযা। কানা‘আত, আত্মশুদ্ধি, সবর-শোকর, তাকওয়ার মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্নতি ও বিকাশে রোযার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উপরন্তু রোযার মাধ্যমে মানুষ উদার ও প্রবৃত্তিরথ জৈবিক তাড়না হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে উর্ধ্বজগৎ তথা আপন স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হয়।

তাছাড়া নিরেট চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বছরের কিছু দিন অবশ্যই পানাহার বর্জন করা উচিত। এটি স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। তাই হিন্দু-খ্রিস্টান সকল ধর্মেই রোযার মতো উপবাস করার প্রচলন রয়েছে। (যদিও ইসলামের রোযার সাথে সেসব উপবাসের পদ্ধতিগত কোনো মিলই নেই)। (আরকানে আরবাআ : ২৬৪)

রোজার গুরুত্ব

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা : ১৮৩)
অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।
হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
করেছেন

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،
وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন
(শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে
তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে। {সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস :
১০৮০ (১৭-১৮)}

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে,
রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যিক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও
বিশ্বাস করাও ফরয।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও
ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে।
দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে
পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য
কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে
শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا
أطيعه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت

: ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبيهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ,رواه الحاكم في المستدرک وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع (240)، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছলাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।(সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬)

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدًا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامة : وهذا الحديث موقوف لفظا مرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০)

হযরত আলী রা. বলেন-

من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه أبداً طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮)

রোজার ফজিলত

প্রত্যেক নেক আমলের বিভিন্ন ফযীলত ও ছওয়াব রয়েছে, যা দ্বারা মহান রাসুল আলামীন আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন, কিন্তু রোযার বিষয়টি একেবারেই স্বতন্ত্র। কারণ রোযার বহুবিধ প্রতিদান ছাড়াও এ বিষয়ে একটি অতুলনীয় ঘোষণা রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

মানুষের প্রত্যেকটি আমল বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। একটি নেকী (ছওয়াব) ১০ গুণ থেকে (ক্ষেত্র বিশেষে) ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : কিন্তু রোযার ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ রোযা আমার জন্য। সুতরাং তার প্রতিদান আমি নিজেই প্রদান করব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১/১৬৪; সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৪)

এ হাদীসে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য :

১. রোযা ছাড়া অন্যান্য সব আমলের ছওয়াব বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। তা হল ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত। এটি সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তাআলা চাইলে বিশেষ ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশিও প্রদান করতে পারেন। তবে সাধারণত সব আমলের ছওয়াব এ নীতির মাধ্যমেই নির্ণীত হয়। কিন্তু রোযার বিষয়টি স্বতন্ত্র। কারণ এর ছওয়াবের নির্ধারিত কোনো সীমারেখা নেই; বরং আল্লাহ তাআলা নিজে এর ছওয়াব প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এর পরিমাণ যে কত হবে তা একমাত্র তিনিই জানেন। রোযার এত বড় ফযীলতের একটি বাহ্যিক কারণ এও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ধৈর্য্য ধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। (সূরা যুমার : ১০)

২. সকল ইবাদত আল্লাহর জন্য। রোযার বহুবিধ বিশেষত্বের কারণে শুধু তাকেই নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন এবং বলেছেন- ‘রোযা তো আমারই জন্য’। তাই রোযার প্রতিদান তিনি নিজেই দান করবেন এবং বে-হিসাব দান করবেন বলে তিনি রোযাদারকে সুসংবাদ দান করেছেন। (লাতায়িফ ১৬৮-১৭০)

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به شهوته وطعامه من أجلي.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮)

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০)

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আল্লাহ তাআলা বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ,

আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। (সূরা যুমার : ১০)

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওয়ামী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش، رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (5095)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب (1478)، : إسناده حسن، إن شاء الله.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لي وأنا أجزي به ... فإن لهم يوم القيامة حوضا ما يردده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.
আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।(মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩)

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه أحمد، وذكره الهيثمي في المجمع (11935) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتي وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب الأرناؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪)

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، ثم أتيت الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ

ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০)

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।(সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أن للصائمين باب في الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظم أبداً. قال الترمذی : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولأهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে ‘রাইয়ান’। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮)

এ সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস -৩০৯)

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به. وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শূয়াবুল ইমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০)

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১)

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعتك الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن : منعتك النوم بالليل، فشفعني فيه، قال : فيشفعان له. رواه أحمد، والحاكم فى المستدرک وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সন্তোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪)

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। {সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮}

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮)

৮. রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুভানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮)

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،
সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়। {সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮}

১০. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وفي رواية : إذا لقي الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে। {সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১}

(১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬}

১১. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أ رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৯)

১২. রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.

قال البوصیری : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩)

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذی : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৮)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته،
وهذا الحديث إسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫)

১৩. রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر،
وقال المنذري : رجاله رجال الصحيح، ورواه أحمد وابن حبان والبيهقي الثلاثة من حديث الأعرابي ولم يسموه، (إى ابن عباس)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৬৫২৩)

১৪. আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرني بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له
قلت : يا رسول الله! مرني بعمل قال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু

নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩৩)

عن أبي أمانة الباهلي قال : قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.

هذا حديث إسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاکر. হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ইমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস : ৭৪৬৩)

রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটা ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

নবীজি যেভাবে কাটাতেন

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দানের বেলায় উপমাহীন। তিনি মানুষকে দান করতেন দারিদ্র্যের ভয় না করে। একবার একজনকে দান করেছিলেন মাঠভর্তি ছাগল। এত বড় অনুদান পেয়ে লোকটি নিজ গোত্রের কাছে ফিরে বলেছিলেন, তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীনের ওপর ঈমান আনো। তিনি এমনভাবে দান করেন, যেন দারিদ্র্যকে ভয় পান না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১২)

তিনি দানকে মনে করতেন স্থায়ী সম্পদ। একদিন ঘরে বকরী জবাই হল। নবীজী জিঞ্জের করলেন, কতটুকু বাকি আছে?

ঘর থেকে বলা হল, কাঁধের অংশটাই শুধু আছে। বাকিটা দান করা হয়ে গেছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না বরং কাঁধের অংশ ছাড়া বাকিটা রয়ে গেছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৭০)

এমনই ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের হাত। রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের সীমা-পরিসীমা থাকত না। ইবনে আব্বাস রা. সে দানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। তিনি রমযান মাসে সবচেয়ে বেশি দান করতেন যখন জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হত। জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হলে তিনি হয়ে উঠতেন মুক্ত বাতাসের চেয়েও দানশীল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮০৩)

ইমাম আহমাদ রাহ. মুসনাদে আহমাদে (২০৪২) বর্ণনা করেন-

لا يُسأل عن شيءٍ إلا أعطاه.

কেউ চাইলে তিনি না করতেন না।

ইবনে উমর রা. বলেছেন-

مَا رَأَيْتُ أَجْوَدَ، وَلَا أَمَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো বড় দানশীল ও সম্ভ্রান্ত কাউকে দেখিনি। (আলইস্তিযকার, ইবনে আবদুল বার, বর্ণনা ১৯৯১২)

এমন ছিল আমাদের নবীজীর দানশীলতা। এভাবেই তিনি দান করতেন রমযান মাসে। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন কারীমে আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করে তারা নবীজীকে আদর্শ মানে, তাঁকে অনুসরণ করে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসে তুলনায় রামাদানকে অধিক গুরুত্ব দিতেন এ মাসটি কে শুধু ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখতেন অনেক সময় ইফতার সারি না খেয়ে একটা সিয়াম পালন করতেন রাত দিন একাকার করে মহান আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন তবে সাহাবীদের এভাবে সিয়াম পালন করতে বারণ করতেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বড় আবেদ তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর এবাদত করতেন তার স্মরণে চিঠিক তো রাখতেন রমাদানকে সালাত সিয়াম জিকির তেলাওয়াত এবং অন্যান্য ইবাদতের ঘর মৌসুম মনে করতেন রাতভর সালাতে দাঁড়িয়ে মহান রবের সাথে অন্তর আত্মার সম্পর্ক স্থাপনে মনোযোগী হতেন নিবেদিত প্রাণ হয়ে তার কাছে দোয়া অনুগ্রহ সাহায্যে সফলতা ও বিজয়ের মিনতি জানাতেন লম্বা লম্বা সূরা পড়তেন রুকু সিজদা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিতেন এরপরও তার হৃদয়ে ইবাদতের প্রতি একপ্রকার ক্ষুধা ও অতৃপ্তি কাজ করতো।

নৈশকালীন ইবাদত ছিল তার চোখের শীতলতা, বুকুর বল এবং জীবনে একমাত্র অবলম্বন। মহান আল্লাহ তাকে সম্বোধন করে বলেন,

يا أيها المزمّل! قم الليل إلا قليلا

হে বস্ত্রাবৃত! আপনি রাত জেগে ফেরত আদায় করুন তবে কিছু অংশ ব্য

তীত। {সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াতঃ(১-২)}

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা আপনার অতিরিক্ত দায়িত্ব শীঘ্রই আপনার পালনকর্তা আপনাকে উন্নীত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বনি ইসরাইলঃ৭৯)

রমজানের নবীজির কতিপয় সুন্নাহ

১। নবীজি সালাম সরাসরি চাঁদ না দেখে অথবা নির্ভরযোগ্য কারো স্বাক্ষর না পেলে রমজানের সিয়াম পালন শুরু করতেন না।

২। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহারী খেতে পছন্দ করতেন।

অন্যদেরও সেহরি খেতে উৎসাহিত করতেন। আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
تسحروا فإن في السحور بركة

তোমরা সাহরি খাও, কারণ তাতে বিরাট বরকত রয়েছে। (সহিহ বুখারিঃ১৯২৩)
সাহরির সময় অত্যন্ত বরকতময়। কেননা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ দুয়া ও ইস্তেগফারের সময়। মহান আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, বান্দাদের দেখে দেখে তাদের প্রয়োজন জিজ্ঞেস করেন এবং প্রয়োজন পূরণের আশ্বাস দেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

وبالاسحار هم يستغفرون

রাতে শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে। (সূরা যারিয়াতঃ১৮)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار

তারা ধৈর্য ধারণকারী সত্যবাদী নির্দেশ সম্পাদনকারী সৎ পথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনা কারী। (সূরা ইমরানঃ১৭)।

৩। নবীজি সালাম সূর্যাস্তের পর দ্রুত ইফতার করতেন।

সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার পর অন্যদেরও দ্রুত ইফতারের উৎসাহিত করতেন। তাজা বা শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করত। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে, কারণ খালি পেটে মিষ্টি দ্রব্য পাকস্থলের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সুতরাং পালনের পর সারাদিনের ক্ষুধা নিবারণের উত্তম খাবার হচ্ছে খেজুর ও মিষ্টি দ্রব্য।

৪। ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে নবীজির সালাম দোয়ায় মগ্ন হতেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিন ব্যক্তির দোয়া বৃথা যায় না-

১। ন্যায়পরায়ণ বাদশার দোয়া ২। ইফতারের সময় সিয়াম পালনকারীর দোয়া ৩। মজলুম অর্থাৎ নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া এ দোয়া সরাসরি আসমানে পৌঁছে যায় এর জন্য আসমানের দরজার সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং মহান আল্লাহ অবয় দিয়ে বলেন আমার বড়ত্বের কসম আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো যদিও একটু বিলম্ব হয়। (জামে তিরমিজিঃ২৫২৫)

হাদিসে আরও এসেছে,

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد

ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে সিয়াম পালনকারীর দোয়া ব্যর্থ হয় না।(সুনানে ইবনু মাজাহঃ১৭৫৩)

৫। নবীজি সালাম মাগরিবের সালাত আদায়ের পূর্বে ইফতার করতেন।

তিনি বলেন,

إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

যখন পূর্ব দিক হতে সূর্য উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায় তখনই সিয়াম পালনকারী ইফতারের সময়।(সহিহ বুখারিঃ১৯৫৪)

৬। রমজান মাসে সফল অবস্থায় নবীজি কখনো সিয়াম রাখতেন আবার কখনো বিরত থাকতেন সফল অবস্থায় সাহাবীদের কেউ তিনি সিয়াম রাখা ও না রাখার ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন।

৭। সিয়াম পালন অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি হতে হলে নবীজি সালাম সবাইকে সিয়াম ভেঙে ফেরার আদেশ করতেন কারণ যুদ্ধের ময়দানে আত্মিক ও সামরিক শক্তির পাশাপাশি শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন।

৮। রামাদান মাসে গোসল ফরজ অবস্থায় যদি সুবহে সাদিক হয়ে যেত তবে নবীজি গোসল করে সাওম পালন শুরু করতেন।

সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করার বর্ণনা পাওয়া যায় তবে আমাদের জন্য এমনটি না করায় শ্রেয় কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি আমাদের নেই সিয়াম অবস্থায় গড়াড়া করে কুলি করা যেমন ক্ষতিকর এবং তেমনি স্ত্রীকে চুম্বন করাও অনুচিত এবং ক্ষতিকর।

৯। কোন ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করলে নবীজি তার উপর কাজার বিধান দেন নি কেউ এমনটা করলে জেনে বলতেন তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পানাহার করানো হয়েছে।

১০। রামাদানের শেষ দশকে নবীজি সালাম ইতেকাফ করতেন।

দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ত থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সঁপে দিতেন। অন্তরচক্ষু দিয়ে উর্ধ্ব লোক পরিদর্শন করতেন। এজন্য রামাদানের শেষ দশকে তিনি মানুষের সাথে সাক্ষাৎ একেবারেই কমিয়ে দিতেন। রবের প্রতি একাগ্রতা ও আত্মনিবেদন বাড়িয়ে দিতেন। তার দরবারে মিনতি জানাতেন। মানুষের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন। এক মনে তার নাম ও গুণাবলির ধ্যান করতেন। সৃষ্টির জগতের

অন্যান্য নিদর্শন নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি কুশলতায় হারিয়ে যেতেন ।

এক কথায়, নবীজি আল্লাহর সম্যক পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন হৃদয়ের গভীরে সর্বোচ্চ মাত্রায় ইলমের নূর ধারণ করেছিলেন এবং মরীচিকাময়ী এই দুনিয়ার তুচ্ছতা পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন । এজন্য তিনি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করতেন , তার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি ভরসা করতেন এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতেন ।

অন্যান্য নফল রোজা

রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ এছাড়াও আরো কিছু রোজা আছে যা পালন করা সুন্নত। নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম রমজান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এক মাস ব্যাপী রোজা রাখতেন না।

হাদিসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজির সালাম এমন ভাবে নফল রোজা পালন করতেন আমরা ধরে নিতাম তিনি মনে হয় আর রোজায় বিরতি দিবে না। এমন ভাবে রোজা পরিত্যাগ করতেন যে আমরা ধরে নিতাম তিনি আর রোজা রাখবেন না। রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে তাকে পূর্ণ একমাস রোজা পালন করতে দেখি নাই। শাবান মাস ব্যতীত অন্য মাসে অধিক পরিমাণে নফল রোজা পালন করতে দেখি নাই। (বুখারিঃ ১৮৩৩)

এই হাদিস তারা বুঝে আসে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণ নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি কি কি ধরনের নফল সিয়াম পালন করতেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১। শাওয়াল মাসের ছয়টা রোজাঃ আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত নবীজি সালাম বলেছেন যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা পালন করলো অতঃপর শাওয়াল মাসে ৬ টা রোজা আদায় করল সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।

উলামায়ে কেরাম সারা বছর সিয়াম পালনের সওয়াবের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব দশ গুণ দেওয়া হয়। সেই হিসেবে রমজানের এক মাস রোজা পালনে দশ মাস রোজা রাখার সওয়াব। শাওয়ালের ছয়টা রোজায় দুই মাস রোজা রাখার সওয়াব। এভাবে পুরো বছর রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যেতে পারে শাওয়ালের ছয়টা রোজা রাখার কারণে। যদি কারো দায়িত্বে রমজানের কাজা রোজা থাকে, তবে সে প্রথমে কাজা আদায় করবে তারপরে শাওয়ালের রোজা রাখবে। শাওয়ালের ছয়টা রোজা একাধারে আদায় করা যায় আবার বিরতি দিয়েও আদায় করা যায় তবে শাওয়ালের মাস চলে যাওয়ার পর ছয় রোজার কাজা হিসেবে সিয়াম পালনের বিধান নেই।

২। আরাফার দিনের রোজাঃ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফার দিবসের রোজার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আরাফার দিনের রোজা সম্পর্কে আল্লাহ তা আলার কাছে আশা করি যে, তাকে বিগত এবং আগত বছরে গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হবে।(মুসলিমঃ ১৮৯৫)

৩।শাবান মাসের রোজাঃ হাদিসে এসেছে,

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,নবীজি (সা) কে শাবান মাস ব্যতীত অন্য মাসে অধিক পরিমাণে নফল রোজা রাখতে দেখিনি।(বুখারিঃ১৮৩৩)

তিনি শাবান মাসে অধিক পরিমাণে নফল রোজা রাখতেন। এর কারণ সম্পর্কে ওসামা বিন জায়েদ (রা) হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন,আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নফল রোজার ব্যাপারে আমি তো শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে আপনাকে এত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি। তিনি বললেন, শাবান, রজব এবং রমজানের পরবর্তী এমন একটি মাস যাতে মানুষ রোজা সম্পর্কে উদাসীন থাকে।

৪।মহররম মাসের রোজাঃ হাদিসে এসেছে,

রমজান মাসের পরে সর্বোত্তম রোজা হল, মহররম মাসের রোজা। আর ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ হলো, রাতের নামাজ।(মুসলিমঃ ১৯৮২)

৫।প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখাঃ হাদিসে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি নবীজির (সা) সম্পর্কে বলেন, আমার বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম পালন করা, দ্বী প্রহরের পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায় করা ও নিদ্রার পূর্বে বিতির সালাত আদায় করা।(বুখারিঃ১৮৪৫)

এ তিনটি রোজা আদায় করলে পূর্ণ বছর নফল রোজা পালনের সব লাভের কথা এসেছে একটি নেক আমলের সওয়াব কমপক্ষে ১০ গুণ দেওয়া হয় তিনদিনের রোজার সওয়াব ১০ গুণ করলে ৩০ দিন হয়। যেমন আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা এবং এক রমজান হতে আরেক রমজান রোজা রাখলে পূর্ণ বছর রোজা রাখার সমপরিমাণ সওয়াব ধরা হয়।(মুসলিমঃ ১৯৭৬)

মাসের যে তিন দিন রোজা রাখা হবে সে তিন দিনকে হাদিসের পরিভাষায় বলা হয় ‘আইয়ামুল বিয়’ এই তিন দিন হল হিজরী মাসের ১৩-১৪ ও ১৫ তারিখ বীজ শব্দের অর্থ আলোকিত এই তিন দিনের রাতগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চাঁদের আলোতে আলোকিত থাকে।

৬। সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজাঃ সপ্তাহে দুইদিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখার সুন্নত।

হাদিসে এসেছে, আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সোমবারে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, এই দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমাকে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে এবং আমার উপর কোরআন নাজিল শুরু হয়েছে। (মুসলিমঃ ১৯৭৭)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, কাজেই আমি পছন্দ করি, যখন আমার আমল পেশ করা হবে তখন আমি সিয়াম অবস্থায় থাকব। (মুসলিম, তিরমিজি)

৭। একদিন পর একদিন রোজাঃ নবীজি (সা) বলেছেন, আল্লাহর কাছে নফল রোজার সবচেয়ে প্রিয় রোজা হলো দাউদ আলাইহিস সালামের রোজা তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন ত্যাগ করতেন। (মুসলিমঃ ১৯৬৯)

৮। আশুরার রোজাঃ হাদিসে এসেছে আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, নবীজি বলেছেন, আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি, আশুরা দিনের রোজা আল্লাহ তা আলার কাছে বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গৃহীত হয়। (মুসলিম, তিরমিজি)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোজা পালন করলেন এবং অন্যকেও পালন করার নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, এটা তো এমন একদিন যাকে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সম্মান করে থাকে। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী বছর আসলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ তারিখেও রোজা রাখব, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তী বছর আসার পূর্বেই নবীজি (সা) ইন্তেকাল করলেন। (মুসলিম)

উপসংহার

রমযানের একেবারে শেষ প্রহরে আমরা আফসোস করে বলি- হায়, রমযান চলে গেল, কিছুই করতে পারলাম না; জানি না- মাগফিরাতের নিআমত লাভ করতে পারলাম কি না!

সুতরাং শুরুতেই সচেতন হই, সাধ্যমতো কাজে লাগাই রমযানকে। (যদিও আল্লাহর নেক বান্দারা সাধ্যমতো আমল করার পরও আফসোস করেন।) স্মরণ রাখি নবীজীর এ হাদীস। জাবের রা. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَى الْمُنْبَرِ، فَلَمَّا رَفَى الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَفَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَفَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: آمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: لَمَّا رَفِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: شَقِيَّ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَأَنْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ۖ، فَقُلْتُ: آمِينَ....

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বারে আরোহণ করলেন। প্রথম ধাপে উঠে বললেন, আমীন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে উঠেও বললেন, আমীন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল! আপনাকে (এভাবে) তিনবার আমীন বলতে শুনলাম? তখন নবীজী বললেন, আমি যখন মিস্বারের প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করলাম তখন জিবরীল আগমন করলেন এবং বললেন, ঐ ব্যক্তি হতভাগা, যে রমযান মাস পেল, আর রমযান গত হয়ে গেল, কিন্তু তার গুনাহ মাফ হল না। আমি বললাম, আমীন।... (আলআদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হাদীস ৬৪৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৪৫১)

নবীজী তো কখনো আমাদের ধ্বংস চাইবেন না; তিনি চেয়েছেন- এমন অব্যবহিত সুযোগকে যেন আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করি। তাই আসুন, রমযানের শুরুতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করি। রমযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে একে যথাযথ কাজে লাগাই।

রেফারেন্সেস

- <https://www.alkawsar.com/bn/article/642/>
- <https://www.alkawsar.com/bn/article/1817/>
- <https://www.alkawsar.com/bn/article/3565/>
- ভালোবাসার রামাদানঃ ড.আয়েজ আল কারনী(সমকালিন প্রকাশনী)
- রমজানের সওগতঃমুফতি মুহিউদ্দিন কাসেমী (গার্ডিয়ান পাব্লিকেশন)
- সাওমের আহকাম (ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা)
- সিয়াম ও রমজানঃ শিক্ষা ও মাসায়েল (আব্দুল্লাহ শহিদ আব্দুর রহমান)